দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 01 JAN 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৮

১৯৯৬-এর কিছু খতিয়ান

আজ ১৯৯৭ সালের প্রথম দিন। গতকাল বিদায় নিল ঘটনাবহুল যে ১৯৯৬, তার প্রথম তিন মাস বাংলাদেশ ছিল বিএনপি সরকারের পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলনমুখর। পনেরোই ফেব্রুয়ারির প্রহসনমূলক নির্বাচনের পর লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট ও কর্মবিরতির ফলে জনজীবন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। ৩০ মার্চ বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও সাংবিধানিক উপায়ে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পর জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। পরবর্তীতে ১২ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে দীর্ঘ একুশ বছর পর স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে।

দেশের শিক্ষাঙ্গনে মূলত এপ্রিল মাস থেকেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে নেয়া কর্মসূচী প্রশাসনিক ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেও তা আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।

অন্যদিকে, বিগত ১৯৯৬ সালে অনেক চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে ঘটেছিল হেরোইন পাচারের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত মার্কিন তরুণী এলিয়েদাকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস কর্তৃক ক্ষমা ঘোষণা।

১৯৯৬-এর শিক্ষাঙ্গন, আন্দোলন এবং এলিয়েদার মুক্তি বিতর্ক নিয়ে তিনটি পৃথক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো।

আগামী শতকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

শিক্ষাঙ্গন ১৯৯৬

মাহফুজ পারভেজ

শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৯৬ সাল ছিল গতানুগতিক, সাদামাটা। সরকার পরিবর্তনের ফলে প্রশাসনিক ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে নতুন নতুন নিয়োগের মাধ্যমে। সরকারী ও বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনগুলো কর্তৃত্ব দখলের লড়াই অব্যাহত রেখেছে। পাঠ্যসূচী পরিবর্তন ও সংস্কারের একটি মৌলিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার। নতুন বছরে পাঠ্যবই সঙ্কটের একটি আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শিক্ষক অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠলেও সেটা শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে পেরেছেন কর্তৃপক্ষ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রেতা সমিতির রেষারেষির ফলে মাধ্যমিক স্তরে পুস্তক সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বোর্ডের সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্ত, যেমন প্রচ্ছদ পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে বোর্ডের সঙ্গে সমিতির বিরোধ এ বছর চূড়ান্ত আকার ধারণ করে।

প্রাথমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে বিরাজ করছিল সর্বাত্মক নৈরাজ্য। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে গ্রন্থ বিতরণেও ছিল ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। বিনামূল্যের বই অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট একটি ঐতিহাসিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে নিম্নমানের নোট বই জোরপূর্বক গছিয়ে দেবার ঘটনা নিয়মের অংশে দাঁড়িয়ে গেছে।

কলেজগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নাজুক পর্যায়ে রয়েছে। এইচএসসির অত্যন্ত অসন্তোষজনক ফলাফল কলেজ শিক্ষার দৈন্যদশা প্রমাণ করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজসমূহ চলে যাওয়ার পর অবস্থার আশঙ্কাজনকভাবে অবনতি হচ্ছে। শিক্ষার মান, সমন্বয়, পাঠ্য বিষয়, পাঠদান পদ্ধতি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হচ্ছে। বেশ কিছু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বস্ততা আবারও বিপর্যস্ত হলো। প্রশ্নব্যাংক করে বিগত সরকার যেভাবে মাধ্যমিক শিক্ষায় ধস নামিয়েছে; জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করে তেমনিভাবে উচ্চ শিক্ষার বারোটা বাজানো হয়েছে।

॥ দুই ॥

১৯৯৬ সাল অতিক্রম করার ফলে একবিংশ শতকের আগমন আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। আশা ও আশঙ্কার অনিশ্চিত একটি শতাব্দীর সীমাহীন চ্যালেঞ্জ হাতছানি দিচ্ছে সমগ্র বিশ্ব এবং বাংলাদেশকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অনাগত শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঢেলে সাজাচ্ছে সকল অঙ্গন। বিশেষ করে, শিক্ষাঙ্গনকে করেছে অগ্রসর ও সময়োপযোগী। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন একটি এলোমেলো ও উদ্দেশ্যহীন পথে অনিশ্চিত যাত্রা শুরু করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয়ের রজতজয়ন্তির প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, একটি সুষ্ঠু শিক্ষানীতিবিহীন অনুৎপাদক শিক্ষা ব্যবস্থা; যার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো অসংখ্য শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি। সরকার অবশ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

॥ তিন ॥

এত কিছুর পরেও বাংলাদেশে শিক্ষার কিছু অগ্রগতি হচ্ছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রাথমিক ও নারী শিক্ষায় যথেষ্ট অবদান রেখেছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোও নানাভাবে শিক্ষাকে উৎসাহিত করছে। এডিবি'র সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ চলছে এবং বিশ্বব্যাংকও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে প্রাপ্তি ১২শ' মিলিয়ন ডলার বেড়েছে। এই অর্থ সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার উন্নয়নে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে।

১৯৯০ সালের মার্চে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক বিশ্ব ঘোষণায় বাংলাদেশ স্বাক্ষর প্রদান করে। একই বছর সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব শিশু সম্মেলন' এবং ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৯টি উচ্চ জনসংখ্যা অধ্যুষিত উন্নয়নশীল দেশের শীর্ষ সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিক্ষার সপক্ষে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। অঙ্গীকারের ফলশ্রুতিতে, 'সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম', 'স্যাটেলাইট স্কুল', 'কম্যুনিটি স্কুল', 'বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল', 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী', 'সরকারী প্রাথমিক স্কুল' এবং এনজিওদের ব্যাপক কার্যক্রম চলছে।

আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ১৯৯৬ সাল কোন সুনির্দিষ্ট অবদান রাখতে পারেনি, বরং অতীতের দায়ভার টেনেছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি লাগসই, কার্যকরী ও ফলপ্রসূ শিক্ষানীতি প্রণয়ন। প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার।

আগামী শতাব্দীতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ, বাসস্থান, দরিদ্রতা, খাদ্য প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে মৌলিক ও অভিনব চিন্তার সূচনা ঘটবে। উদ্বোধন হবে ভবিষ্যতের উপযোগী ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা এবং বিশ্ব অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়ন ধারার সমান্তরালে চলতে পারবে—অন্যথায় নয়। এক কঠিন সত্য মনে রেখে বাংলাদেশে শিক্ষা ভাবনা ও কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে।